ডিপ্লোমা ইন ইসলামি ব্যাংকিং (DIB)
Part-I
Paper: 101- বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা

First Edition: April 2025
Second Edition: October 2025
Third Edition: April 2026
Fourth Edition: August 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

<u>Written by:</u>

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
A leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310474402

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
1	**প্রথম অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার পরিচিতি	4-14
2	**দ্বিতীয় অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য শরিয়াহ্ কাঠামো ও নীতিমালা: প্রাকদর্শন	15-28
3	**তৃতীয় অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য শরিয়াহ্ কাঠামো ও নীতিমালা	29-45
4	**চতুর্থ অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক বাজার	46-70
5	**পঞ্চম অধ্যায়:** বিকল্প মানি মার্কেট	71-80
6	**ষষ্ঠ অধ্যায়:** সুকুক বাজার	81-87
7	**সপ্তম অধ্যায়:** তাকাফুল	88-92
8	**অষ্টম অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রক্রিয়া	93-100
9	**নবম অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও শাসনব্যবস্থা	101-104
10	**দশম অধ্যায়:** অগ্রযাত্রা – সম্ভাবনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ	105
11	**পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নাবলী**	106-110

Suggestion

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	**প্রথম অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার পরিচিতি	20
*****	**দ্বিতীয় অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য শরিয়াহ্ কাঠামো ও নীতিমালা: প্রাকদর্শন	19
*****	**তৃতীয় অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য শরিয়াহ্ কাঠামো ও নীতিমালা	34
*****	**চতুর্থ অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক বাজার	31
*****	**পঞ্চম অধ্যায়:** বিকল্প মানি মার্কেট	19
**	**ষষ্ঠ অধ্যায়:** সুকুক বাজার	11
***	**সপ্তম অধ্যায়:** তাকাফুল	14
****	**অষ্টম অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রক্রিয়া	13
**	**নবম অধ্যায়:** বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও শাসনব্যবস্থা	07
*	**দশম অধ্যায়:** অগ্রযাত্রা – সম্ভাবনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ	01
*****All short note and Different from all chapter and end of note *****		

MetaMentor Center

Syllabus

১. বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার পরিচিতি: প্রাকদৃষ্টি – কেন ইসলামি ফাইন্যান্স অধ্যয়ন করা প্রয়োজন? – ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে শরিয়াহ্ – শরিয়াহ্ আসলে কী? – ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার মূল্য প্রস্তাবনা – ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার কার্যাবলি – ইসলামি আর্থিক বাজারের ধরন – ঋণ বাজার ও ইক্যুইটি বাজার – মানি মার্কেট ও ক্যাপিটাল মার্কেট – ইসলামি মানি মার্কেট – ইসলামি ক্যাপিটাল মার্কেট – প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার – সুশৃঙ্খল (Organized) এক্সচেঞ্জ ও ওভার দ্য কাউন্টার বাজার – ইসলামি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী – ইসলামি আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ধরন – ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার আবশ্যক উপাদানসমূহ – দৃঢ় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন – ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ – সুদৃঢ় কর্পোরেট ও শরিয়াহ্ শাসনব্যবস্থা – সহায়ক আইনগত কাঠামো – শক্তিশালী হিসাব প্রকাশ (Accounting Disclosure) ও কর ব্যবস্থা।

২. বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার বিকাশ: প্রাকদৃষ্টি– ইসলামি ফাইন্যান্সের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা – আধুনিক যুগের ইসলামি ফাইন্যান্স – অন্যান্য দেশে ইসলামি ফাইন্যান্সে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ – আন্তর্জাতিক অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানসমূহ – ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য হিসাব ও নিরীক্ষা সংস্থা (AAOIFI) – আন্তর্জাতিক ইসলামি আর্থিক বাজার (IIFM) – ইসলামি আর্থিক সেবা বোর্ড (IFSB) – আন্তর্জাতিক ইসলামি রেটিং এজেন্সি (IIRA) – আন্তর্জাতিক ইসলামি তারল্য ব্যবস্থাপনা কর্পোরেশন (IILMC) – ইসলামি ফাইন্যান্সের মডেল: বাজারনির্ভর বনাম সরকারি উদ্যোগ – পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বনাম দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা – উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো – উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কাঠামো – শক্তিশালী কর্পোরেট শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব – তথ্য প্রকাশে অধিকতর স্বচ্ছতা – ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো – শক্তিশালী ও সর্বব্যাপী আইনগত কাঠামো – সক্রিয় ও গতিশীল ইসলামি আর্থিক বাজারের বিকাশ – বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারী – নানাবিধ আর্থিক পণ্য ও উপকরণের প্রাপ্যতা – কর নিরপেক্ষতা – ইসলামি ফাইন্যান্সের নীলনকশা – চ্যালেঞ্জসমূহ – শক্তিশালী দেশীয় আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ – বহুবিধ আর্থিক উপকরণের প্রাপ্যতা – মানবসম্পদ প্রয়োজনীয়তা।

৩. বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য শরিয়াহ্ কাঠামো ও নীতিমালা: প্রাকদৃষ্টি – শরিয়াহ্ এর সংজ্ঞা – শরিয়াহ্ এর উপাদানসমূহ – ইসলামি আইনের উৎস: ইসলামি আইনের উৎসসমূহের শ্রেণিবিন্যাস – শরিয়াহ্‌র উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আল-শরিয়াহ্) ও ইসলামি ফাইন্যান্স – আলেমদের মধ্যে মতভেদের (ইখতিলাফ) পার্থক্য – ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের ভূমিকা – ইসলামি ফাইন্যান্সে মৌলিক নিষিদ্ধ উপাদানসমূহ – রিবা নিষেধাজ্ঞা – গারার নিষেধাজ্ঞা – মাইসির (জুয়া) নিষেধাজ্ঞা – ঝুঁকি ভাগাভাগির পারস্পরিকতা – শাসন ও স্বচ্ছতা – সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ।

৪. বিকল্প আর্থিক বাজার: ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম ও উপকরণ প্রাকদৃষ্টি– ভূমিকা – দক্ষ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামি ব্যাংকের ভূমিকা – ইসলামি ব্যাংকের ব্যালান্স শিট – তহবিলের উৎস – সঞ্চয় আমানত – চলতি আমানত – মেয়াদি আমানত – বিনিয়োগ আমানত – সঞ্চয় ও চলতি আমানতের জন্য প্রযোজ্য চুক্তি – তহবিলের ব্যবহার – ইসলামি খুচরা অর্থায়ন – কর্পোরেট অর্থায়ন – কর্মসম্পাদন মূলধন অর্থায়ন – ইসলামি বাণিজ্য অর্থায়নের উপকরণ ও অনুশীলন – ইসলামি এলসি (Letter of Credit) – ইসলামি ট্রাস্ট রসিদ – ইসলামি গৃহীত বিল (Accepted Bills) – ইসলামি ব্যাংক গ্যারান্টি – ইসলামি শিপিং গ্যারান্টি।

৫. বিকল্প মানি মার্কেট :প্রাকদৃষ্টি – ভূমিকা – মানি মার্কেটের অংশগ্রহণকারী – মানি মার্কেট উপকরণ – মানি মার্কেটের কার্যাবলি – ইসলামি মানি মার্কেটের প্রয়োজনীয়তা – ইসলামি ও প্রচলিত মানি মার্কেটের মধ্যে পার্থক্য – ইসলামি মানি মার্কেটের উপাদানসমূহ – ইসলামি আন্তঃব্যাংক বাজার – ইসলামি মানি মার্কেট উপকরণের ক্রয়-বিক্রয়।

MetaMentor Center

৬. সুকুক বাজার :প্রাকদৃষ্টি– ইসলামি সিকিউরিটিজের শরিয়াহ্ কাঠামো – সুকুকের সংজ্ঞা – সুকুকের উদ্ভব – সুকুক গঠনে শরিয়াহ্ কাঠামোর ভূমিকা – সুকুকের কাঠামো – বিক্রয়-ভিত্তিক সুকুক – ইজারা-ভিত্তিক সুকুক – ইক্যুইটি-ভিত্তিক সুকুক – সুকুক বাজারের সমস্যা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ – ঋণ বা ইক্যুইটি সুকুক – সুকুকের লেনদেন – সুকুকের মূল্য নির্ধারণ – সুকুক খেলাপি।

৭. তাকাফুল প্রাকদৃষ্টি– বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা – বীমার ধারণা – কেন প্রচলিত বীমা শরিয়াহ্ দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয় – বীমায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি – তাকাফুল – তাকাফুলের ঐতিহাসিক বিকাশ – তাকাফুলের শরিয়াহ্ ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো – তাকাফুলের কার্যক্রম কাঠামো – তাকাফুল কার্যক্রমের শ্রেণিবিন্যাস – তাকাফুলের অন্তর্নিহিত চুক্তিসমূহ – তাকাফুলের মডেল – তাকাফুলের অংশীদারগণ – সমস্যা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ – তাকাফুলে শরিয়াহ্ সংক্রান্ত বিষয়াবলি।

৮. বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রক্রিয়া :প্রাকদৃষ্টি – ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিচিতি – ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি – ঝুঁকির ধরন – আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন ঝুঁকি – ইসলামি ফাইন্যান্সে ঝুঁকির বিশেষ বৈশিষ্ট্য – ইসলামি আর্থিক

প্রতিষ্ঠানের (IFI) সম্মুখীন ঝুঁকির প্রকৃতি – ইসলামি অর্থায়নের ধরনে বিদ্যমান ঝুঁকি – ইসলামি আর্থিক সেবা বোর্ডের (IFSB) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা – সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়া – নির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা – সমস্যা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ – অবকাঠামো ও ঝুঁকি।

৯. বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও শাসনব্যবস্থা :প্রাকদৃষ্টি – ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা – ইসলামি ফাইন্যান্স নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা – পক্ষে যুক্তি – আমানতকারী ও বিনিয়োগ হিসাবধারীর (IAH) স্বার্থ রক্ষা – শরিয়াহ্ মান্যতা নিশ্চিতকরণ – ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি সমর্থন – বিপক্ষে যুক্তি – ইসলামি ফাইন্যান্স নিয়ন্ত্রণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য – ইসলামি ব্যাংকিং – ইসলামি মূলধন বাজার – মূলধন নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা – ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধন পর্যাপ্ততার কাঠামো – ইসলামি ফাইন্যান্সের নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ – মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা – সিকিউরিটিজ কমিশনের ভূমিকা – মালয়েশিয়ার সিকিউরিটিজ কমিশনের অভিজ্ঞতা – অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা – আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণকারী সংস্থা – অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠান – আমানত বীমা – সমস্যা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ।

১০. অগ্রযাত্রা – সম্ভাবনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ :প্রাকদৃষ্টি – ২০০৭–২০০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের আলোকে ইসলামি ফাইন্যান্স – ইসলামি ফাইন্যান্সের সম্মুখীন চ্যালেঞ্জ – ইসলামি ফাইন্যান্স: আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য – শরিয়াহ্ শাসন – মানসম্মতকরণ – একটি সর্বাঙ্গীণ ও দৃঢ় ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা বিকাশ – ঋণ বনাম ইক্যুইটি – অগ্রযাত্রার পথ – নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন – কেবল শরিয়াহ্ মান্যতার বাইরে গিয়ে উন্নয়ন।

MetaMentor Center

প্রথম অধ্যায়:
বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার পরিচিতি

প্রশ্ন–০১: "ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা একটি বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে"যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন। (এপ্রিল–২০১৮, মে–২০২৫) অথবা, "বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থা সমাজের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা একটি কার্যকর বিকল্প"—আপনি কি একমত? কেন বা কেন নয়? (নভেম্বর–২০২৫)

1. **শরিয়াহ্ ভিত্তিক কাঠামো:** ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা শরিয়াহ্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা আর্থিক লেনদেনে ন্যায়, সাম্য ও নৈতিক আচরণ নিশ্চিত করে।
2. **সুদ–জুয়া–অনিশ্চয়তা নিষিদ্ধ:** এখানে রিবা (সুদ), গারার (অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা) এবং মাইসির (জুয়া/জল্পনা) নিষিদ্ধ যা প্রচলিত ব্যবস্থায় বিদ্যমান।
3. **বাস্তব সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেন:** সকল আর্থিক চুক্তি বাস্তব সম্পদের সাথে যুক্ত থাকে যা অর্থনীতির উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে অর্থায়নকে সংযুক্ত করে এবং স্থিতিশীলতা আনে।
4. **ঝুঁকি ভাগাভাগির ব্যবস্থা:** মুদারাবা ও মুশারাকা প্রভৃতি মাধ্যমে লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগি হয়, যা স্থির সুদের পরিবর্তে যৌথ দায়িত্বকে উৎসাহিত করে।
5. **নৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন:** এই ব্যবস্থা শোষণ এড়িয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ায় এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে।
6. **সামাজিক কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি:** সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে।
7. **টেকসই ও স্থিতিশীল বিকল্প:** নৈতিকতা, স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ন্যায়ের উপর গুরুত্বের কারণে এটি কার্যকর ও টেকসই।

প্রশ্ন–০২: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা কী? বাংলাদেশের মতো দেশে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (এপ্রিল–২০১৯)
অথবা বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও। আজকের বৈশ্বিক আর্থিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থায়ন অধ্যয়ন করা কেন গুরুত্বপূর্ণ? (মে-২০২৬)
বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা হলো এমন একটি আর্থিক কাঠামো যা প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে পরিচালিত হয়। ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা এর একটি প্রধান উদাহরণ। এটি শরিয়াহ্ নীতিমালা মেনে চলে এবং সুদ (রিবা), জুয়া (মাইসির) ও অন্যায্য ঝুঁকি (গারার) থেকে বিরত থাকে। এর পরিবর্তে এটি লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগি, বাস্তব সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন ও নৈতিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মুদারাবা চুক্তিতে একজন পুঁজি দেন এবং অন্যজন ব্যবসা পরিচালনা করেন; লাভ হলে উভয়েই ভাগ নেন, ক্ষতি হলে বিনিয়োগকারী তা বহন করেন—যা ন্যায্যতা ও যৌথ দায়িত্ব প্রদর্শন করে।

বাংলাদেশে গুরুত্ব:

1. **ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন:** মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অনেকে শরিয়াহ্সম্মত আর্থিক সেবা পছন্দ করেন। ইসলামি ফাইন্যান্স সুদ এড়িয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখে।
2. **অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সম্প্রসারণ:** যারা সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং থেকে বিরত থাকেন; ইসলামি ফাইন্যান্স শরিয়াহ্সম্মত পণ্য তাদের যুক্ত করে অংশগ্রহণ বাড়ায়।
3. **ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কৃষির পৃষ্ঠপোষকতা:** মুদারাবা ও মুশারাকার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করা হয়, যা দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থানে সহায়ক।
4. **নৈতিক ও স্থিতিশীল অর্থনীতির গঠন:** এই ব্যবস্থা বাস্তব সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেনকে উৎসাহিত করে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি আনে।
5. **জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর অবদান:** অন্তর্ভুক্তি ও সাম্যের মাধ্যমে বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–০৩: বাংলাদেশে বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণসমূহ কী?

1. **ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ:** মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে শরিয়াহ্সম্মত আর্থিক ব্যবস্থা পছন্দের কারণে অনেক গ্রাহক ইসলামি ব্যাংকিং বেছে নেন।
2. **ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ:** সুদমুক্ত পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ইসলামি ফাইন্যান্স প্রচলিত ব্যাংক থেকে বিরত থাকা মানুষদের আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে।
3. **ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কৃষির উন্নয়ন:** মুদারাবা ও মুশারাকার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা হয়।
4. **নৈতিক ও স্থিতিশীল বিনিয়োগ:** সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে ইসলামি ফাইন্যান্স বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

5. **সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রক সহায়তা:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি এবং শরিয়াহ্সম্মত কাঠামোর প্রবর্তন ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছে।
6. **বিশ্বাসযোগ্যতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা:** সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি ইসলামি ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস এবং জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে।

প্রশ্ন–০৪: বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান বিকাশ বিশ্লেষণ করুন। (নভেম্বর–২০২৪)

1. **নৈতিক নীতির প্রতি আকর্ষণ:** সুদ এবং অতি মুনাফা নিষিদ্ধকরণসহ নৈতিক নীতিমালার কারণে অনেক দেশ ইসলামি ফাইন্যান্স গ্রহণ করছে।
2. **সংকট মোকাবিলায় স্থিতিশীলতা:** ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি ভাগাভাগি পদ্ধতির জন্য এ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তার ঘটেছে।
3. **বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রের বিকাশ:** যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসলামি ফাইন্যান্সের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে।
4. **অ-মুসলিম দেশের অংশগ্রহণ:** বাজার বৈচিত্র্য ও শরিয়াহ্সম্মত বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোও ইসলামি আর্থিক পণ্য গ্রহণ করছে।
5. **আন্তর্জাতিক মান ও আস্থার সহায়তা:** এএওআইএফআই (AAOIFI) ও আইএফএসবি (IFSB)-এর মতো সংস্থাগুলো বৈশ্বিক মান নির্ধারণ ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।
6. **টেকসই ও নৈতিক অর্থায়নের প্রসার:** বৈশ্বিকভাবে ইএসজি (ESG) ও নৈতিক বিনিয়োগের প্রসার ইসলামি ফাইন্যান্সের নীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন–০৫: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামি শরিয়াহ্র নীতির উপর ভিত্তি করে। ব্যাখ্যা করুন। (নভেম্বর–২০২৪)

1. **সুদ নিষিদ্ধের নীতি:** যে কোনো আর্থিক লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
2. **জুয়া পরিহারের নীতি:** জুয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
3. **অনিশ্চয়তা দূরীকরণের নীতি:** বিরোধ এড়ানোর জন্য চুক্তির সকল শর্তাবলি স্পষ্ট হতে হবে।
4. **বাস্তব অর্থনীতির সাথে সংযোগ:** অর্থ অবশ্যই দৃশ্যমান সম্পদ বা সেবা মূলক হতে হবে, উদ্দেশ্যহীন অর্থায়ন গ্রহণযোগ্য নয়।
5. **শরিয়াহ্সম্মত চুক্তির ব্যবহার:** মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ও মুরাবাহার মতো শরিয়াহ্সম্মত চুক্তি ব্যবহার করা হয়।
6. **লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগির নীতি:** লেনদেনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে লাভ–ক্ষতি ন্যায্যভাবে ভাগ করা হয়।
7. **সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার নীতি:** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শোষণ প্রতিরোধ এবং দান ও যাকাতের মাধ্যমে সমাজকল্যাণকে উৎসাহিত করা হয়।

প্রশ্ন–০৬: সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।(মে–২০২৩)

পার্থক্যের বিষয়	সুদমুক্ত ব্যাংকিং	ইসলামি ব্যাংকিং
মৌলিক ধারণা	সুদমুক্ত ব্যাংকিং শুধু সুদ (রিবা) এড়িয়ে চলে, অর্থাৎ লেনদেনে সুদ না নেওয়াকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখে।	ইসলামি ব্যাংকিং পূর্ণ শরিয়াহ্ নীতিমালা অনুসরণ করে, যেখানে শুধু সুদ নয় বরং সব ধরনের শরিয়াহ্বহির্ভূত কাজ নিষিদ্ধ।
অনুসরণের পরিধি	সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ে গারার (অনিশ্চয়তা) বা মাইসির (জুয়া) এর মতো অন্যান্য নিষিদ্ধ উপাদান এড়ানো নাও হতে পারে।	ইসলামি ব্যাংকিংয়ে সুদ, গারার, মাইসির এবং সব শরিয়াহ্বহির্ভূত কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে এড়ানো হয়।
চুক্তির ধরন	সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ে সীমিতভাবে বা পরিবর্তিত ব্যাংকিং চুক্তি ব্যবহার করা হয়।	ইসলামি ব্যাংকিংয়ে মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা ইত্যাদি শরিয়াহ্সম্মত চুক্তি ব্যবহার করা হয়।
বিনিয়োগ যাচাই	সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ে সব খাত বিনিয়োগের জন্য যাচাই করা হয় না এবং হারাম খাতে বিনিয়োগ হতে পারে।	ইসলামি ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগের আগে খাত যাচাই করা হয় এবং হারাম খাত যেমন মদ, জুয়া বা শূকরের মাংস সম্পর্কিত খাত সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা হয়।
উদ্দেশ্য	সুদমুক্ত ব্যাংকিং মূলত সুদমুক্ত লেনদেনকেই প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে দেখে।	ইসলামি ব্যাংকিং শুধু সুদমুক্ত লেনদেন নয়, বরং ন্যায়, সাম্য, সামাজিক কল্যাণ এবং নৈতিক অর্থায়নকেও মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

সহজভাবে: সুদমুক্ত ব্যাংকিং শুধু সুদ এড়িয়ে চলে, কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং পুরো শরিয়াহ্ নীতিমালা অনুসরণ করে, যেখানে সুদের পাশাপাশি সব ধরনের শরিয়াহ্বহির্ভূত কার্যক্রম নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন–০৭: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগত দিকসমূহ লিখুন। (এপ্রিল–২০২০, মে–২০২২, অক্টোবর–২০২১)
অথবা, ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন। (নভেম্বর–২০২২)
অথবা, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। (নভেম্বর–২০২৫)

1. **শরিয়াহ্ভিত্তিক পরিচালনা:** সকল আর্থিক কার্যক্রম ইসলামি নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয় যা ন্যায়, সাম্য ও নৈতিকতা নিশ্চিত করে।
2. **সুদের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা:** যে কোনো রূপে সুদ গ্রহণ বা প্রদান নিষিদ্ধ।

MetaMentor Center

3. **জুয়া ও অনিশ্চয়তা পরিহার:** অন্যায্য অনিশ্চয়তা (গারার) ও জুয়া (মাইসির) এড়িয়ে চলে যাতে ক্ষতি ও অবিচার রোধ হয়।
4. **বাস্তব সম্পদের সাথে সংযোগ:** সব চুক্তি দৃশ্যমান পণ্য বা সেবার সাথে যুক্ত থাকতে হবে, যাতে জল্পনামূলক অর্থায়ন এড়ানো যায়।
5. **লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগির নীতি:** মুদারাবা ও মুশারাকার মাধ্যমে লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগি হয়।
6. **নৈতিক ও হালাল বিনিয়োগ:** হারাম খাত যেমন মদ, জুয়া, শূকরের মাংসে বিনিয়োগ অনুমোদিত নয়।
7. **সামাজিক কল্যাণের প্রচার:** যাকাত, ওয়াক্ফ ও দান কার্যক্রমকে পরিচালিত করে যা বৈষম্য হ্রাস ও দরিদ্র সহায়তায় সহায়ক।
8. **অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার:** যারা প্রচলিত ব্যাংকিং এড়িয়ে চলে তাদের জন্যও আর্থিক সেবা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন–০৮: নৈতিক ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? "ইসলামি ব্যাংকিং স্বভাবতই নৈতিক" ব্যাখ্যা করুন। (মে–২০২৩, অক্টোবর–২০২৩)
অথবা, বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা নৈতিক অর্থায়নকে উৎসাহিত করে – আপনার মতামত দিন। (মে–২০২৩)
অথবা, ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার মূল্য প্রস্তাবনা ব্যাখ্যা করুন।
অথবা, বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা একটি মূল্যভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা – ব্যাখ্যা করুন। (এপ্রিল–২০২৪)'
অথবা, ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা কীভাবে সামাজিক ন্যায় ও নৈতিক আচরণকে উৎসাহিত করে?
অথবা প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার উপযোগিতা প্রস্তাবনা আলোচনা করুন। (মে-২০২৬)

নৈতিক ব্যাংকিং: এমন একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি যেখানে আর্থিক সেবা সৎ, ন্যায্য ও দায়িত্বশীলভাবে প্রদান করা হয়। মানুষ বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। ব্যাংক নৈতিকভাবে জুয়া, মদ, তামাক বা অস্ত্র খাতে বিনিয়োগ করে না, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মতো সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে অর্থায়ন করে এ ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণকে মুনাফার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদাহরণ: ইসলামি ব্যাংক দরিদ্র কৃষককে সুদ ছাড়াই লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগি চুক্তির (মুদারাবা) মাধ্যমে ঋণ প্রদান করতে পারে, যা উচ্চসুদের ঋণের বদলে কৃষকের ঋণভার কমায়।

1. **ইসলামি ব্যাংকিং / বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার নৈতিক দিক:**
2. **শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ন্যায়নীতি:** ন্যায়, সাম্য ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সকল লেনদেন পরিচালনা করে।
3. **সুদ ও অনিশ্চয়তার পরিহার:** রিবা ও গারার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
4. **বাস্তব সম্পদের সাথে সংযোগ:** পণ্য বা সেবার সাথে লেনদেন যুক্ত থেকে স্থিতিশীলতা আনে।
5. **ক্ষতিকর খাতে বিনিয়োগ থেকে বিরতি:** মদ, জুয়া, তামাক প্রভৃতি খাতে অর্থায়ন করা হয় না।
6. **সামাজিক কল্যাণের অগ্রাধিকার:** যাকাত, দান ও ওয়াক্ফ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে, যা দারিদ্র্য হ্রাস ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।
7. **বিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতার প্রসার:** চুক্তি অংশীদারিত্ব, ঝুঁকি ভাগাভাগি ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে হওয়ায় লেনদেন আরও নৈতিক ও দায়িত্বশীল হয়।

প্রশ্ন–০৯: অর্থনীতিতে আর্থিক ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা করুন। (এপ্রিল–২০১৮)

আর্থিক ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের সংযুক্ত করে, যাদের কাছে উদ্বৃত্ত অর্থ আছে, তারা উৎপাদনশীল কাজে তাদের অর্থ ব্যবহার করে।

1. **সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ:** এটি ব্যক্তিগত সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা ব্যবসা, শিল্পকারখানা বা অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে করে।
2. **সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাময় খাতে অর্থ বিনিয়োগ নিশ্চিত করে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।
3. **ব্যবসা ও বাণিজ্যে সহায়তা:** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি অর্থপ্রদান, ঋণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজ করে।
4. **উদ্যোগে সহায়তা:** ঋণ ও অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু ও সম্প্রসারণে সহায়তা করে।
5. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** একটি সুদৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থনীতিতে আস্থা বৃদ্ধি করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–১০: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা আলোচনা করুন। (অক্টোবর–২০১৮)

বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে ইসলামি ফাইন্যান্স, অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে একত্রিত করার কারণে দক্ষ হিসেবেবিবেচিতহয়।

1. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** মুদারাবা ও মুশারাকার মতো চুক্তির মাধ্যমে এক পক্ষের উপর সম্পূর্ণ ঝুঁকি না দিয়ে লাভ–ক্ষতি ন্যায্যভাবে ভাগাভাগি করা হয়।
2. **বাস্তব সম্পদের সাথে সংযুক্তি:** লেনদেন বাস্তব পণ্য বা সেবার সাথে যুক্ত থাকে, যা জল্পনা কমায় এবং অর্থনীতির সাথে অর্থায়নের দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে।
3. **স্থিতিশীলতা:** সুদ (রিবা), অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা (গারার) ও জুয়া (মাইসির) এড়িয়ে এই ব্যবস্থা আর্থিক সংকটের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
4. **সামাজিক প্রভাব:** যারা ধর্মীয় কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং এড়িয়ে চলে তাদের জন্য ন্যায়বিচার ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অধিক গুরুত্বারোপ করে।

5. **নৈতিক বিনিয়োগঃ** ক্ষতিকর শিল্পে বিনিয়োগ না করে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন–১১: "বিকল্প আর্থিক/ ইসলামি ফাইন্যান্স ব্যবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে লক্ষ্য করে।" (মে–২০২৩, অক্টোবর–২০২৩)

ইসলামি ফাইন্যান্স এমনভাবে কাজ করে যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমাজের সব স্তরে ন্যায্যভাবে পৌঁছে যায়।

1. **ন্যায় ও সাম্যঃ** মুদারাবা ও মুশারাকার মতো ঝুঁকি ভাগাভাগি চুক্তির মাধ্যমে লাভ–ক্ষতি ন্যায্যভাবে ভাগ হয়।
2. **শোষণমুক্ত ব্যবস্থাঃ** সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ হওয়ায় দরিদ্ররা ঋণের ফাঁদ থেকে রক্ষা পায় এবং নৈতিক ঋণ প্রদান নিশ্চিত হয়।
3. **সম্পদ বণ্টনঃ** যাকাত, ওয়াক্ফ ও দানের মতো সামাজিক উপকরণ দরিদ্রদের সহায়তা করে, বৈষম্য হ্রাস করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে।
4. **প্রচলিত অর্থনীতিতে মনোযোগঃ** অর্থ প্রচলিত পণ্য ও সেবার সাথে যুক্ত হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।
5. **ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তাঃ** ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষক ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করে অঞ্চলভেদে ও খাতভেদে ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন–১২: শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনীতিতে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে কীভাবে অবদান রাখতে পারে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন। (এপ্রিল–২০২৪)

1. **ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধঃ** সুদ (রিবা), জুয়া (মাইসির) ও অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা (গারার) এড়িয়ে নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অর্থায়ন নিশ্চিত করে।
2. **বাস্তব অর্থনীতিকে সহায়তাঃ** সব আর্থিক কার্যক্রম বাস্তব সম্পদের সাথে যুক্ত থাকে, যা বাণিজ্য, শিল্প ও সেবা খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।
3. **উদ্যোক্তা উন্নয়নঃ** মুদারাবা ও মুশারাকার মতো ঝুঁকি ভাগাভাগি চুক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্টার্টআপে পুঁজি সরবরাহ করে।
4. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণঃ** যে সমস্ত গ্রাহক সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং এড়িয়ে চলে তাদের জন্য শরিয়াহ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে যার ফলে সকলের জন্য আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
5. **দারিদ্র্য হ্রাসঃ** শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যাকাত ও দানের মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করে যা আয়ের বৈষম্য হ্রাস করে।
6. **স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিঃ** বিনিয়োগ সাধারণত বিদ্যমান সম্পদের উপর ভিত্তি করে হয়, তাই আর্থিক অনিশ্চয়তা এড়ানো যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে সহায়ক হয়।.

প্রশ্ন–১৩: "ইসলামি ব্যাংকিং বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের সমাধান" – আলোচনা করুন। (অক্টোবর–২০১৯)

ইসলামি ব্যাংকিং ন্যায্যতা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং বৈশ্বিক আর্থিক সংকট প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।

1. **সুদের নিষেধাজ্ঞাঃ** ইসলামি ব্যাংকিং এ সুদ নিষিদ্ধ তাই অতিরিক্ত ঋণভার এড়ায়।
2. **বাস্তব অর্থনীতির সাথে সংযোগঃ** সকল অর্থায়ন প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকে যা আর্থিক অনিশ্চয়তা প্রতিরোধ করে।
3. **লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগিঃ** মুদারাবা ও মুশারাকা চুক্তি সমূহ ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে যৌথ দায়িত্ব নিশ্চিত করে ফলে এক পক্ষের উপর চাপ কমে।
4. **নৈতিক ও হালাল বিনিয়োগঃ** ইসলামি ব্যাংকিং জুয়া, মদ ইত্যাদি ক্ষতিকর খাত এড়িয়ে সমাজকল্যাণমূলক বিনিয়োগ করে।
5. **শৃঙ্খলাপূর্ণ আর্থিক কার্যক্রমঃ** স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে যা প্রতারণা ও অস্থিরতার সম্ভাবনা কমায়।

অতএব, ইসলামি ব্যাংকিং একটি অধিক স্থিতিস্থাপক আর্থিক ব্যবস্থা যা প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–১৪: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা কীভাবে এনপিআই (Non-Performing Investment) হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে? (অক্টোবর–২০১৯)

1. **লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগির নীতিঃ** মুদারাবা ও মুশারাকাভিত্তিক চুক্তি ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের মধ্যে লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগি করে যা গ্রাহকের উপর চাপ কমায় এবং প্রকল্প নির্বাচনে সতর্কতা আনে।
2. **সুদের বোঝা থেকে মুক্তিঃ** ইসলামি ব্যাংকিং সুদ (রিবা) এড়িয়ে চলে, ফলে গ্রাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধে বাধ্য করা হয় না, যা খেলাপির ঝুঁকি কমায়।
3. **বাস্তব সম্পদের সাথে সংযোগঃ** মুরাবাহা ও ইজারা ভিত্তিক চুক্তি প্রকৃত সম্পদের উপর ভিত্তি করে সংঘঠিত হয় যা ঋণকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করে।
4. **নৈতিক ও দায়িত্বশীল অর্থায়নঃ** শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং নীতিমালায় তহবিলের অপব্যবহার রোধে সহায়ক হয় যা ইচ্ছাকৃত খেলাপি ও ভুল তথ্য প্রদানের প্রবণতা হ্রাস করে।

5. **নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ:** ইসলামি ব্যাংক ব্যবসার কার্যক্রম ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে, যা উভয় পক্ষকে সুরক্ষিত রাখে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকি শনাক্তে সহায়তা করে।
6. **অংশীদারভিত্তিক গ্রাহক নির্বাচন:** গ্রাহককে অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ফলে নির্বাচন, যাচাই ও বিনিয়োগে সকলের মতামত গ্রহনের ফলে ঝুঁকি হ্রাস পায়।
7. **বাস্তব অর্থনীতিতে বিনিয়োগ:** অর্থায়ন প্রচলিত বাণিজ্য বা উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকায় অপ্রয়োজনীয় ঋণ হ্রাস পায় এবং প্রকৃত আয়ের মাধ্যমে পরিশোধ নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন–১৫: বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল (ADC) ও বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা কি একই? আপনার মতামত দিন। (নভেম্বর–২০২২, মে–২০২৩, অক্টোবর–২০২৩)

উভয়ই আর্থিক খাতে পরিবর্তন আনয়নে সহায়ক হলেও বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল (ADC) ও বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা এক নয়।

পার্থক্যের বিষয়	বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা	বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল (ADC)
ধারণা	শরিয়াহ্-ভিত্তিক নীতিমালা অনুসরণকারী আর্থিক ব্যবস্থা	শাখা-বহির্ভূত চ্যানেলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা কারী আর্থিক ব্যবস্থা।
মূল উদাহরণ	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা	মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম, এজেন্ট ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং
কেন্দ্রবিন্দু	কোন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে তা নির্ধারিত থাকে।	কীভাবে গ্রাহকের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তা নির্ধারিত থাকে।
উদ্দেশ্য	ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করা।	সহজলভ্যতা, সুবিধা ও ব্যয়সাশ্রয় বৃদ্ধি করা।
শরিয়াহ্ মান্যতা	সম্পূর্ণভাবে শরিয়াহ্-ভিত্তিক।	অবশ্যই শরিয়াহ্-ভিত্তিক নয়; যেকোনো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রযোজ্য।

প্রশ্ন–১৬: ইসলামি আর্থিক বাজারের ধরনসমূহ কী? এই প্রেক্ষাপটে মানি মার্কেট ও ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

ইসলামি আর্থিক বাজার হলো এমন একটি বাজার যেখানে আর্থিক কার্যাবলী সমূহ শরিয়াহ্ নীতিমালা মেনে হয়। এ ক্ষেত্রে সুদ (রিবা), জুয়া (মাইসির) ও অনিশ্চয়তা (গারার) নিষিদ্ধ। প্রধানত এর দুইটি ধরন রয়েছে—

1. **ইসলামি মানি মার্কেট:** স্বল্পমেয়াদি তহবিলের লেনদেন হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারল্য (liquidity) ব্যবস্থাপনার জন্য এটি ব্যবহার করে। প্রচলিত পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ইসলামি আন্তঃব্যাংক লেনদেন, মুদারাবা আমানত, স্বল্পমেয়াদি সুকুক ইত্যাদি।
2. **ইসলামি ক্যাপিটাল মার্কেট:** দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের লেনদেন হয়। এর মধ্যে ইক্যুইটি অর্থায়ন (যেমন শেয়ার) এবং দীর্ঘমেয়াদি সুকুক অন্তর্ভুক্ত। এটি অবকাঠামো, শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করে।

মানি মার্কেট ও ক্যাপিটাল মার্কেটের পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	ইসলামি মানি মার্কেট	ইসলামি ক্যাপিটাল মার্কেট
সময়কাল	স্বল্পমেয়াদি তহবিল (১ বছরের কম)	দীর্ঘমেয়াদি তহবিল (১ বছরের বেশি)
উদ্দেশ্য	ব্যাংকের দৈনিক তারল্য ব্যবস্থাপনা	ব্যবসা ও প্রকল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ
উপকরণ	মুদারাবা আমানত, স্বল্পমেয়াদি সুকুক, আন্তঃব্যাংক অর্থায়ন	ইক্যুইটি (শেয়ার), দীর্ঘমেয়াদি সুকুক, বিনিয়োগ তহবিল
অংশগ্রহণকারী	মূলত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	কোম্পানি, সরকার ও বিনিয়োগকারী
ঝুঁকির মাত্রা	তুলনামূলক কম ঝুঁকি ও কম মুনাফা	তুলনামূলক বেশি ঝুঁকি ও বেশি মুনাফা

MetaMentor Center

প্রশ্ন–১৭: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় প্রাইমারি মার্কেট ও সেকেন্ডারি মার্কেটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

ইসলামি প্রাইমারি মার্কেট:

1. **প্রথমবার সিকিউরিটি ইস্যু:** সুকুক ও শরিয়াহ্সম্মত শেয়ারের মতো ইসলামি আর্থিক উপকরণ মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রথমবারের মতো ইস্যু হয়।
2. **তহবিল সংগ্রহের সুযোগ:** সরকার, কর্পোরেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো, উন্নয়ন বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে।
3. **শরিয়াহ্ অনুসারে ইস্যু:** সব ইস্যুতে সুদ (রিবা), অনিশ্চয়তা (গারার) ও জুয়া (মাইসির) নিষিদ্ধ এবং বাস্তব সম্পদ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
4. **শরিয়াহ্সম্মত চুক্তির ব্যবহার:** সাধারণত ইজারা, মুরাবাহা ও মুশারাকা ভিত্তিক সুকুক কাঠামো ব্যবহৃত হয়।

ইসলামি সেকেন্ডারি মার্কেট:

1. **লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করে:** বিনিয়োগকারীরা পূর্বে ইস্যুকৃত সুকুক বা ইসলামি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে যা তারল্য সৃষ্টি করে।

2. **ন্যায্য দামের নির্ধারণ করে:** চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে উপকরণের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ হয়।
3. **শরিয়াহ্সম্মত লেনদেন নিশ্চিত করে:** শুধুমাত্র শরিয়াহ্সম্মত উপকরণ (যেমন সম্পদ-ভিত্তিক সুকুক) লেনদেনযোগ্য।
4. **বিনিয়োগে নমনীয়তা প্রদান করে:** বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ প্রত্যাহারের সুযোগ দেয় এবং আর্থিক ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন–১৮: ইসলামি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী বলতে কী বোঝায়? এদের ধরনসমূহ কী কী?

ইসলামি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হলো এমন প্রতিষ্ঠান যা সঞ্চয়কারী বা বিনিয়োগকারীদের সাথে অর্থের প্রয়োজনীয়তা থাকা ব্যক্তি বা উদ্যোক্তাদের সংযুক্ত করে এবং তা শরিয়াহ্ নীতিমালা অনুসারে পরিচালনা করে। তারা মুদারাবা (লাভ ভাগাভাগি) বা ওয়াদিয়াহ্ (আমানত রক্ষণ) চুক্তির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে এবং শুধুমাত্র হালাল খাতে বিনিয়োগ করে। এসব প্রতিষ্ঠান সুদের (রিবা) সাথে জড়িত নয় এবং শুধুমাত্র বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অর্থায়ন করে।

উদাহরণ: একটি ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুশারাকা (অংশীদারিত্ব) চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, যেখানে সুদের পরিবর্তে লাভ ভাগাভাগি হয়।

ইসলামি আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ধরন:

1. **ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক:** তারা আমানত সংগ্রহ করে এবং মুরাবাহা, ইজারা, মুদারাবা, মুশারাকা ইত্যাদি শরিয়াহ্সম্মত চুক্তির মাধ্যমে অর্থায়ন করে।
2. **ইসলামি ব্যাংক:** তারা বৃহৎ ইসলামের শরিয়াহ ভিত্তিক বিনিয়োগ এবং সুকুক ও অন্যান্য সিকিউরিটিজ ইস্যুতে সহায়তা করে।
3. **ইসলামি বীমা কোম্পানি (তাকাফুল):** তারা প্রচলিত বীমার পরিবর্তে সহযোগিতা ও অনুদান-ভিত্তিক ঝুঁকি সুরক্ষা প্রদান করে।
4. **ইসলামি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান:** তারা নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।
5. **ইসলামি মিউচুয়াল ফান্ড:** তারা অধিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে।

প্রশ্ন-১৯. ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত/প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থার জন্য বেশ কিছু পূর্বশর্ত বা অপরিহার্য উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলো আর্থিক ব্যবস্থাটি ইসলামিক আইনের (শরিয়াহ) নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কার্যকরভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করে। এর পূর্বশর্তগুলি হলো:

1. **শরিয়াহ ভিত্তিক পরিচালনা ব্যবস্থা** একটি দৃঢ় শরিয়াহ ভিত্তিক পরিচালনা কাঠামো থাকা অপরিহার্য। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম শরিয়াহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ ও যাচাই করার জন্য শরিয়াহ বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন। এই বোর্ড নিশ্চিত করে যে কোনো লেনদেন বা পণ্য ইসলামিক নীতির পরিপন্থী নয়।
2. **যোগ্য মানব সম্পদ** ইসলামিক আইন অনুযায়ী অর্থায়ন করার জন্য এ বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল যোগ্য মানব সম্পদ ছাড়া ইসলামিক আর্থিক কাঠামো প্রস্তুত করণ, পরিচালনা এবং নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়।
3. **সহায়ক আইনি কাঠামো** একটি উপযুক্ত আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো থাকা জরুরি, যা ইসলামিক চুক্তিগুলোকে (যেমন: মুদারাবা, মুশারাকা) বৈধতা দেয় এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এই কাঠামো ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
4. **শরিয়াহ-সম্মত পণ্যঃ** ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো শরিয়াহ-সম্মত বিভিন্ন ধরনের আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা। সুকুক, মুদারাবা, ইজারা, মুশারাকা এবং অন্যান্য হালাল আর্থিক উপকরণগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে গ্রাহকদের জন্য বিকল্প থাকে।
5. **স্বচ্ছতাঃ** ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং সঠিক তথ্য প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত পক্ষকে লেনদেন এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা জরুরী যা বিশ্বাস এবং জবাবদিহিতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
6. **সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর মনোযোগঃ** সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থা শোষণ এড়িয়ে চলে এবং সম্পদ বন্টনে ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। এটি এমনভাবে কাজ করে যাতে সমাজের দুর্বল অংশও উপকৃত হয় এবং অর্থ নৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন ২০: আন্তর্জাতিক অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানসমূহ (AAOIFI, IFSB, CIBAFI, IIFM) বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থাকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করুন।

1. **AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions):** এটি ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য শরিয়াহ, হিসাবরক্ষণ এবং নিরীক্ষা সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করে। AAOIFI-এর নির্দেশিকা ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, তুলনীয়তা এবং শরিয়াহ সম্মততা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
2. **IFSB (Islamic Financial Services Board):** এটি ইসলামি ব্যাংক, পুঁজি বাজার এবং তাকাফুলের জন্য বৈশ্বিক সতর্কতামূলক মান (prudential standards) এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রদান করে। এর মাধ্যমে ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত হয়।

3. **CIBAFI (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions):** এটি বৈশ্বিকভাবে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে এবং গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে খাতটির বিকাশে ভূমিকা রাখে।
4. **IIFM (International Islamic Financial Market):** এটি ইসলামি মানি মার্কেট ও পুঁজি বাজারের জন্য মানসম্মত চুক্তিপত্র ও বাজার প্রথা (market practices) তৈরি করে, যা বিনিয়োগ এবং তারল্য (liquidity) বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শরিয়াহ-ভিত্তিক বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ ও বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য কাঠামো গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন-২১: আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশের বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার (বিশেষত ইসলামি অর্থব্যবস্থার) সঠিক বিকাশের জন্য একটি পৃথক আইনগত ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রয়োজন? কেন? (এপ্রিল ২০১৯):অথবা, একটি সহায়ক আইনগত কাঠামো ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার sound expansion-এর জন্য অপরিহার্য — আলোচনা করুন। এপ্রিল ২০১৮।

হ্যাঁ, বাংলাদেশের বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থার (বিশেষ করে ইসলামি অর্থব্যবস্থার) সঠিক ও সুস্থ বিকাশের জন্য একটি পৃথক আইনগত ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো অপরিহার্য। এর কারণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

1. **শরিয়াহ সম্মততা (Shari'ah Compliance):** ইসলামি অর্থব্যবস্থা সুদের (রিবা), অনিশ্চয়তা (গারার) ও জুয়া (মায়সির)-এর মতো বিষয় নিষিদ্ধ করে। প্রচলিত সাধারণ আইনগত কাঠামো এই শরিয়াহ ভিত্তিক নিয়মকানুনগুলো পূর্ণভাবে সহায়তা করতে পারে না। তাই শরিয়াহ সম্মত আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক আইনগত কাঠামো প্রয়োজন।
2. **সমস্যা নিষ্পত্তি (Dispute Resolution):** ইসলামি চুক্তি ও শরিয়াহ নীতিমালার আলোকে সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষায়িত ও দক্ষ আইনগত ব্যবস্থা থাকা দরকার, যা প্রচলিত আদালত ব্যবস্থার বাইরেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
3. **পণ্য অনুমোদন ও মানদণ্ড নির্ধারণ (Product Approval and Standardization):** শরিয়াহ অনুযায়ী আর্থিক সেবাসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা, অনুমোদন ও মানসম্পন্নকরণের জন্য আলাদা নীতিমালা থাকা আবশ্যক। এতে করে বাজারে শরিয়াহ সম্মত পণ্যের মান বজায় থাকে এবং গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি পায়।
4. **বাজারে আস্থা বৃদ্ধি (Market Confidence):** একটি পরিষ্কার ও শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি থাকলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, গ্রাহক এবং অংশীদারদের মধ্যে ইসলামি আর্থিক খাত সম্পর্কে আস্থা তৈরি হয়। এটি খাতটির টেকসই বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক সংযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থার কার্যকর ও সুসংগঠিত সম্প্রসারণের জন্য একটি পৃথক ও সহায়ক আইনগত ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অপরিহার্য। এটি শরিয়াহ সম্মততা নিশ্চিত করে, গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি করে, এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-২২: কীভাবে একটি শক্তিশালী হিসাবরক্ষণ প্রকাশনা এবং কর ব্যবস্থাপনা ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থাকে সহায়তা করে?

1. **স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে:** যথাযথ হিসাবরক্ষণ এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে মুদারাবা বা ইজারা ভিত্তিক ইসলামি চুক্তি ঝুঁকি এবং আর্থিক অবস্থান স্পষ্টভাবে সকল পক্ষ বুঝতে পারে।
2. **বিশ্বাস স্থাপন করে:** আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ যদি নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি হয় এবং নিয়মিত অডিট করা হয়, তবে তা বিনিয়োগকারী, আমানতকারী ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার আস্থা বৃদ্ধি করে।
3. **শরিয়াহ্ সম্মততা নিশ্চিত করে:** সঠিক আর্থিক রেকর্ড শরিয়াহ্ বোর্ডকে লেনদেনে সুদ (রিবা) ও অনিশ্চয়তা (গারার) থেকে মুক্ত রয়েছে তা নিশ্চিত করণে সহায়তা করে।
4. **বাজারে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে:** স্বচ্ছ আর্থিক প্রতিবেদন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহিতার আওতায় আনে, যা প্রতারণা বা তহবিলের অপব্যবহার প্রতিরোধে সহায়ক।
5. **ন্যায্য কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করে:** উপযুক্ত কর নীতি ইসলামি আর্থিক পণ্যসমূহ প্রচলিত আর্থিক পণ্যের তুলনায় অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করেনা তা নিশ্চিত করে ফলে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা উৎসাহিত হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২৩ : বাংলাদেশের বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা (Alternative Financial System) কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং এর প্রতিকার কী? (October-2021)

বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা (Alternative Financial System) বাংলাদেশে যে সকল চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয় এবং তার প্রতিকারগুলি হল:

1. **আইন ও বিধিবিধানের ঘাটতি:** বর্তমান বিদ্যমান আইনে মূলত প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা শরিয়াহ-সম্মত কার্যক্রমকে যথাযথভাবে সমর্থন করেনা। **প্রতিকার:** শরিয়াহ-সম্মত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক আইন ও নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।
2. **দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি:** শরিয়াহ ও আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা রয়েছে এমন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই সীমিত। **প্রতিকার:** ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ, একাডেমিক প্রোগ্রাম এবং সার্টিফিকেশন কোর্স চালু করতে হবে।

3. **শরিয়াহ-সম্মত আর্থিক উপকরণের সীমাবদ্ধতা:** তারল্য ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য শরিয়াহ-সম্মত বিনিয়োগ উপকরণ খুবই কম। **প্রতিকার:** সুকুক, ইসলামি মিউচুয়াল ফান্ড এবং শরিয়াহ-সম্মত বন্ডের মতো নতুন আর্থিক পণ্য প্রবর্তন করতে হবে।
4. **দুর্বল শরিয়াহ শাসনব্যবস্থা:** বিভিন্ন ফতোয়ার অসঙ্গতি ও কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের অভাবে জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে। **প্রতিকার:** কেন্দ্রীয় শরিয়াহ বোর্ডের ভূমিকা শক্তিশালী করা এবং অভিন্ন শরিয়াহ মানদণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে।
5. **জনসচেতনতার অভাব:** অনেক মানুষ ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে অবগত নন। **প্রতিকার:** সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারাভিযান ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

প্রশ্ন-২৪: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা কীভাবে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন — ব্যাখ্যা কর। (May-2022, May-2025)

পার্থক্যের দিক	**বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা**	**প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা**
সুদ (রিবা)	বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থায় সব ধরনের সুদ (রিবা) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ফলে এটি অতি মুনাফা ও শোষণ হ্রাস করে।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় সুদ গ্রহণ ও প্রদান বৈধ এবং এটিই তাদের প্রধান আয়ের উৎস।
ঝুঁকি ভাগাভাগি	বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা পক্ষগুলোর মধ্যে লাভ ও ক্ষতি ভাগাভাগিকে উৎসাহিত করে, যাতে উভয় পক্ষ সমানভাবে দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঝুঁকির বোঝা ঋণগ্রহীতার ওপর চাপিয়ে দেয়, ঋণদাতা কোনো ঝুঁকি নেয় না।
শরিয়াহ অনুসরণ	বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামি শরিয়াহ আইন ও নৈতিক নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করে।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় কোনো ধর্মীয় বা শরিয়াহভিত্তিক বিধিনিষেধ নেই এবং তারা কেবল মুনাফা অর্জনকে গুরুত্ব দেয়।
সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন	বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত সম্পদ বা সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হয়, অর্থাৎ অর্থ শুধুমাত্র বাস্তব ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা যায়।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় প্রকৃত সম্পদ ছাড়াই অর্থের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকে, যা কাল্পনিক বা জল্পনাভিত্তিক হতে পারে।
সামাজিক দায়িত্ব	বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা ন্যায়, সাম্য ও সামাজিক কল্যাণ (যেমন: যাকাত ও দান) নিশ্চিত করাকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা মূলত মুনাফাকেন্দ্রিক এবং সামাজিক ন্যায় ও দায়িত্বের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব প্রদান করে।

সারাংশ: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা শরিয়াহ ভিত্তিক ন্যায়, ঝুঁকি ভাগাভাগি ও বাস্তব সম্পদনির্ভরতার উপর দাঁড়িয়ে থাকে, আর প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা সুদ ও মুনাফাকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-২৫: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। (April-2020)

অথবা, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে কীভাবে ভিন্ন? (নভেম্বর-২০২৫)

পার্থক্যের দিক	**ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা**	**প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা**
সুদ (রিবা)	ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় সুদ (রিবা) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি অন্যায় মুনাফা ও শোষণ সৃষ্টি করে।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় সুদ গ্রহণ ও প্রদান বৈধ এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।
ঝুঁকি ভাগাভাগি	ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেখানে উভয় পক্ষ ঝুঁকি বহন করে।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় ঋণদাতা নির্দিষ্ট লাভ পায় এবং সমস্ত ঝুঁকি ঋণগ্রহীতার উপর বর্তায়।
শরিয়াহ পরিপালন	ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় শরিয়াহ আইন ও নৈতিক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় কোনো ধর্মীয় বা শরিয়াহভিত্তিক বিধিনিষেধ নেই।
বিনিয়োগের নিয়ম	ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় মদ, জুয়া, শূকরের মাংস ইত্যাদি হারাম খাতে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।	প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় যেকোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যায়, এমনকি হারাম খাতেও।
উদাহরণ	ইসলামি ব্যাংক মুরাবাহা চুক্তির মাধ্যমে গাড়িটি নিজে ক্রয় করে এবং গ্রাহকের কাছে মুনাফাসহ বিক্রি করে।	প্রচলিত ব্যাংক গাড়ি কেনার জন্য গ্রাহককে অর্থ ঋণ দেয় এবং এর বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করে।

সারাংশ: ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা সুদমুক্ত, ঝুঁকি ভাগাভাগিভিত্তিক ও শরিয়াহ-নির্ভর; আর প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা সুদভিত্তিক, ঝুঁকিবিহীন ও কেবল মুনাফাকেন্দ্রিক।

প্রশ্ন-২৬: আপনি কি মনে করেন যে বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার তুলনায় অধিক সহনশীল (resilient)? ব্যাখ্যা কর। (November-2022)

MetaMentor Center

1. **সুদমুক্ত (রিবা):** ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থা সুদ পরিহার করে, যা ঋণ সংকট ও আর্থিক চাপের ঝুঁকি কমায়।
2. **সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন:** প্রতিটি লেনদেন প্রকৃত সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে, যা জুয়াখেলা ও কৃত্রিম আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধ করে।
3. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** মুদারাবা ও মুশারাকা চুক্তিতে লাভ-ক্ষতি উভয় পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়, ফলে কোনো এক পক্ষের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না।
4. **নৈতিক বিনিয়োগ:** এই ব্যবস্থা জুয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর খাতে বিনিয়োগ পরিহার করে এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে।
5. **সংকটে স্থিতিশীল:** ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটেও ইসলামি ব্যাংকগুলো তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ তারা কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করে এবং বাস্তব অর্থনীতিনির্ভর কার্যক্রমে জড়িত থাকে।

প্রশ্ন-২৭: সংক্ষিপ্ত নোট লিখ — গ্রীন ব্যাংকিং বনাম ইসলামি ব্যাংকিং। (May-2025)

গ্রীনব্যাংকিং: গ্রীন ব্যাংকিং হলো পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম। এটি পরিবেশ রক্ষার জন্য সবুজ প্রকল্পে ঋণ প্রদানকে উৎসাহিত করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করে এবং কাগজের ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এর মূল লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ব্যাংকের কার্বন নিঃসরণ কমানো।

ইসলামি ব্যাংকিং: ইসলামি ব্যাংকিং শরিয়াহ আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। এতে সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ, ক্ষতিকর খাত (যেমন: মদ, জুয়া) অর্থায়ন করা হয় না এবং সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর লক্ষ্য হলো আর্থিক লেনদেনে ন্যায়, নৈতিকতা এবং সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।

সারসংক্ষেপ: গ্রীন ব্যাংকিং মূলত পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়, আর ইসলামি ব্যাংকিং ইসলামি নীতিমালাভিত্তিক সুদমুক্ত ও নৈতিক আর্থিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেয়। উভয়ই দায়িত্বশীল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে, তবে গ্রীন ব্যাংকিং পরিবেশভিত্তিক আর ইসলামি ব্যাংকিং ধর্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে।

প্রশ্ন-২৮। "টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা" বলতে আপনি কী বোঝেন? আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত যে পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা টেকসই? (মে-২০২৬)

টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা: একটি টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যা নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যাংকিং অনুশীলনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক কল্যাণকে উৎসাহিত করে।

ইসলামী ব্যাংকিং টেকসই কারণ:

1. এটি সুদ (রিবা) মুক্ত।
2. এটি সম্পদ-সমর্থিত অর্থায়ন ব্যবহার করে।
3. এটি ঝুঁকি ভাগাভাগিকে উৎসাহিত করে।
4. এটি নৈতিক বিনিয়োগকে সমর্থন করে।
5. এটি আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
6. এটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে।

অতএব, পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকিংকে একটি টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন-২৯। শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কয়টি ধাপ রয়েছে? সেগুলোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। (মে-২০২৬)

শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1. শরিয়াহ-ভিত্তিক কার্যক্রম – সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম অবশ্যই ইসলামী শরিয়াহ নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
2. রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ – সকল লেনদেনে সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
3. গারার ও মায়সির নিষিদ্ধ – অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা এবং জুয়া অনুমোদিত নয়।
4. সম্পদ-সমর্থিত অর্থায়ন – সকল অর্থায়ন অবশ্যই বাস্তব সম্পদ বা সেবার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।
5. ঝুঁকি বণ্টন – লাভ ও ক্ষতি উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগ করা হয়।
6. নৈতিক বিনিয়োগ – মদ, জুয়া এবং তামাকের মতো নিষিদ্ধ খাতে বিনিয়োগ অনুমোদিত নয়।
7. সমাজকল্যাণ – এই ব্যবস্থা ন্যায়বিচার, দানশীলতা এবং সম্পদের সমবণ্টনকে উৎসাহিত করে।
8. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি – এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

MetaMentor Center

সংক্ষিপ্ত নোট

প্রশ্ন- ০১: ব্যাংকিংয়ে সুদ বনাম মুনাফা (April-2018)

পার্থক্যের দিক	সুদ (রিবা)	মুনাফা
১. সংজ্ঞা	ফলাফল যাই হোক না কেন, ঋণের উপর নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী ধার্যকৃত আয়	ঝুঁকি ও পরিশ্রম ভাগ করে নেওয়ার পর ব্যবসা থেকে অর্জিত আয়
২. ঝুঁকি ভাগাভাগি	ঋণদাতা কোনো ঝুঁকি নেয় না; লোকসান হলেও সুদ পায়	ব্যবসা সফল হলে তবেই মুনাফা অর্জিত হয়
৩. শরিয়াহ অনুযায়ী অবস্থান	ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ	বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হলে ইসলামে অনুমোদিত
৪. লেনদেনের ধরন	টাকা দিয়ে টাকা দেওয়া হয় (কোনো প্রকৃত সম্পদের সম্পৃক্ততা থাকে না)	বাণিজ্য, বিনিয়োগ বা সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে পরিচালিত
৫. উদাহরণ	ব্যক্তিগত ঋণের উপর সুদ	মুরাবাহা চুক্তির মাধ্যমে গাড়ি বিক্রি করে ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা

প্রশ্ন-০২: ইসলামি মূলধন বাজার (Islamic Capital Market) (October-2018, October-2019, May-2025,Nov-2025)

ইসলামি মূলধন বাজার (ICM) হলো আর্থিক ব্যবস্থার একটি অংশ, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি শরিয়াহ-সম্মত আর্থিক উপকরণ ইস্যু ও লেনদেন করা হয়। এটি ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করে এবং সুদ (রিবা), অনিশ্চয়তা (গারার) ও মদ, জুয়া ইত্যাদি অনৈতিক ব্যবসা পরিহার করে। এই বাজারে সুকুক (ইসলামি বন্ড), ইসলামি শেয়ার (ইকুইটি) এবং ইসলামি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইসলামি মূলধন বাজার উৎপাদনশীল বিনিয়োগে সঞ্চয় সংহতকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, পাশাপাশি নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

উদাহরণ: একটি প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল নির্মাণের জন্য সুকুক ইস্যু করে, এবং বিনিয়োগকারীরা প্রকল্পের আয় অনুযায়ী মুনাফা পায় — নির্দিষ্ট সুদ নয়।

প্রশ্ন-০৩: অর্থনৈতিক মানুষ (Economic Man) (April-2019)

অর্থনৈতিক মানুষ বলতে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে এমন একটি কাল্পনিক ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি সর্বদা নিজের ব্যক্তিগত লাভ সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি এমন বিকল্পই বেছে নেন যা তাকে সর্বাধিক উপযোগ (utility) বা মুনাফা দেয়। অর্থনৈতিক মানব আবেগ, নৈতিকতা বা সামাজিক উদ্বেগ বিবেচনা না করে কেবল বস্তুগত লাভের দিকেই মনোযোগ দেয়। এই ধারণাটি প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বে ভোক্তা ও উৎপাদকদের আচরণ ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়

উদাহরণ: আমের দাম কমে গেলে মানুষ বেশি আম কিনবে, যাতে একই টাকায় বেশি আম পাওয়া যায়।

তবে ইসলামি অর্থনীতি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করে, কারণ এতে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক কল্যাণ এবং পরকালীন জবাবদিহিতার বিষয় উপেক্ষিত হয়, যা ইসলামে মানবীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রশ্ন-০৪: ইসলামি ব্যাংক (October-2021, November-2022)

ইসলামি ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়। ইসলামে সুদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ যার কারনে এই ব্যাংক সুদ (রিবা) গ্রহণ বা প্রদান করে না। ইসলামি ব্যাংক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্বভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে — যেমন: মুরাবাহা (লাভসহ বিক্রয়), মুদারাবা (লাভ ভাগাভাগি), এবং মুশারাকা (যৌথ উদ্যোগ)।

ইসলামি ব্যাংক অনিশ্চয়তা (গারার) এবং মদ, জুয়া, শূকরজাত পণ্য ইত্যাদি অনৈতিক খাতে বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকে। তাদের কার্যক্রম শরিয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, যাতে সব লেনদেন শরিয়াহ-সম্মত থাকে। ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য শুধু মুনাফা অর্জন নয়, বরং ন্যায়, সাম্য ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করাও।

উদাহরণ: সুদে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকের জন্য গাড়ি কিনে সেটি লাভসহ বিক্রি করে (মুরাবাহা)।

প্রশ্ন-০৫: ফিনটেক (Fintech) (May-2022)

ফিনটেক (Fintech) শব্দটি **ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি** বা আর্থিক প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সেবা দ্রুত, কম খরচে এবং আরও কার্যকরভাবে প্রদানকে বোঝায়।

ফিনটেকের অন্তর্ভুক্ত সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে— মোবাইল ব্যাংকিং, ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন ঋণ প্রদান, ব্লকচেইন প্রযুক্তি, রোবো-অ্যাডভাইজার, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম। ফিনটেকের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়েই ব্যাংকে না গিয়ে অর্থ পরিচালনা, টাকা স্থানান্তর, বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এটি স্মার্টফোন ও অ্যাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প-ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে।

MetaMentor Center

উদাহরণ: বাংলাদেশে বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে টাকা পাঠানো, বিল পরিশোধ বা পণ্য কেনা ফিনটেকের বাস্তব উদাহরণ।

প্রশ্ন-০৬: বিকল্প সেবা প্রদান মাধ্যম (Alternative Delivery Channel - ADC) (April-2024)

বিকল্প সেবা প্রদান (ADC) হলো ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদানের আধুনিক ও শাখাবহির্ভূত উপায়। গ্রাহকরা ব্যাংক শাখায় না গিয়েই এসব মাধ্যম ব্যবহার করে সেবা নিতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে — এটিএম, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং পিওএস (Point of Sale) মেশিন।

এই মাধ্যমগুলো ব্যাংকের খরচ কমায়, অধিক সংখ্যক গ্রাহককে সেবা দিতে সাহায্য করে এবং ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান সম্ভব করে। বিশেষ করে গ্রামীণ বা দুর্গম এলাকায় যেখানে ব্যাংকের শাখা খোলা কঠিন, সেখানে ADC অত্যন্ত কার্যকর। এটি ব্যাংকিং সেবাকে দ্রুত, সহজ ও সহজলভ্য করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

উদাহরণ: কোনো গ্রাহক রকেট বা ইসলামী ব্যাংক এমক্যাশের মতো মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করে টাকা পাঠানো বা ব্যালান্স দেখা — এটি বিকল্প সেবা প্রদান মাধ্যমের (ADC) উদাহরণ।

প্রশ্ন-০৭: ডিজিটাল ব্যাংকিং (April-2024)

ডিজিটাল ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে মোবাইল অ্যাপ, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয় — গ্রাহকদের ব্যাংকের শারীরিক শাখায় যেতে হয় না।

ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহক যেকোনো সময় এবং যেকোনো স্থান থেকে অ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, ঋণের জন্য আবেদন এবং ব্যালান্স দেখা ইত্যাদি কাজ করতে পারেন। এটি সেবার গতি ও সুবিধা বাড়ায় এবং ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় কমায়।

এটি দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষসহ আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহকের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে সহায়তা করে। ডিজিটাল ব্যাংকিং নিরাপদ, ব্যবহারবান্ধব এবং কাগজবিহীন লেনদেন নিশ্চিত করে, যা ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব করে তোলে।

উদাহরণ: কোনো গ্রাহক ইসলামী ব্যাংকের সেলফিন অ্যাপ বা নগদ অ্যাপ ব্যবহার করে টাকা পাঠানো, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ বা মোবাইল রিচার্জ করলে — সেটি ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের উদাহরণ।

প্রশ্ন-০৮: বিইজিআইবিবি (BGIBB) (May-2025)

বিইজিআইবিবি (BGIBB) এর পূর্ণরূপ হলো **Bangladesh General Insurance Islami Board**। এটি বাংলাদেশে শরিয়াহ-ভিত্তিক সাধারণ বিমা বা তাকাফুল কার্যক্রম তদারকি করে।

এই সংস্থা নিশ্চিত করে যে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামের নিয়ম মেনে চলে এবং সুদ (রিবা), জুয়া (মাইসির) ও অনিশ্চয়তা (গারার) থেকে বিরত থাকে।বিইজিআইবিবি এমন বিমা পদ্ধতি গড়ে তোলে যেখানে সদস্যরা লাভের জন্য প্রিমিয়াম না দিয়ে একটি সহযোগিতামূলক তহবিলে অর্থ জমা করে ঝুঁকি ভাগাভাগি করেন।

এটি শরিয়াহভিত্তিক বিমা কার্যক্রমকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে যেন সেগুলো ন্যায়সঙ্গত, নৈতিক ও শরিয়াহ-সম্মত থাকে।

এছাড়া বিইজিআইবিবি শিল্পখাতের কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দিয়ে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য তাকাফুল খাত গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

সহজভাবে: বিইজিআইবিবি প্রচলিত বাণিজ্যিক বিমার পরিবর্তে ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক সহযোগিতামূলক বিমা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করে।

End of First Chapter

MetaMentor Center

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402